এই অনুদিত প্রকল্প তথ্যপত্র ২০ মে ২০১৪'র ইংরেজি সংস্করণের উপর ভিত্তি করে রচিত।

প্রকল্প তথ্যপত্র

প্রকল্প তথ্যপত্রে (পিডিএস) প্রকল্প বা কর্মসূচির তথ্যের সারসংক্ষেপ থাকে: পিডিএস একটি চলমান কার্যক্রম হওয়ায় এর প্রাথমিক সংস্করণে কিছু তথ্য অন্তর্ভুক্ত নাও থাকতে পারে। তবে সেগুলো পাওয়া মাত্রই যুক্ত করা হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য সম্ভাব্য ও নির্দেশনামূলক হয়ে থাকে।

পিডিএস তৈরির তারিখ	–
পিডিএস হালনাগাদ করা হয়	১৬ মে ১৪

প্রকল্পের নাম	পরিবেশগতভাবে টেকসই ঢাকা পানি সরবরাহ প্রকল্প
দেশ	বাংলাদেশ
প্রকল্প/ কর্মসূচি নাম্বার	৪২১৭৩- ০১৩
অবস্থা	অনুমোদিত
ভৌগলিক অবস্থান	–

এই নথিপত্রে কোনো দেশের কর্মসূচি বা কৌশল তৈরি করা, কোনো প্রকল্পে অর্থায়ন, অথবা নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল বা ভৌগলিক এলাকার উদাহরণ টানা বা সংজ্ঞায়ন করার সময়, ওই অঞ্চল বা এলাকার আইনি বা অন্য কোনো ধরনের মূল্যায়ন করা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্দেশ্য নয়।

খাত এবং/ অথবা উপখাত শ্রেণী বিভাজন	পানি সরবরাহ এবং অন্যান্য পৌর অবকাঠামো ও সেবা/পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন
বিষয়ভিত্তিক শ্রেণী বিভাজন	পরিবেশগতভাবে টেকসই করা প্রশাসনিক উন্নয়ন সামাজিক উন্নয়ন জলবায়ু পরিবর্তন
জেন্ডার মূলধারাকরণ শ্রেণী বিভাজন	কার্যকর জেন্ডার মূলধারাকরণ

■ অর্থায়ন

সহায়তার ধরণ/ ক্রিয়াপদ্ধতি	অনুমোদন সংখ্যা	অর্থায়নের উৎস	অনুমোদনকৃত অর্থের পরিমাণ (হাজারে)
ঋণ	৩, ০৫১	এশীয় উন্নয়ন তহবিল	২৫০, ০০০
–		সংশ্লিষ্ট অপর পক্ষ	২২৪, ৯০০
মোট			**৪৭৪,৯০০ মার্কিন ডলার**

■ রক্ষাকবচ শ্রেণীবিভাজন

রক্ষাকবচ শ্রেণীবিভাজন সম্পর্কিত আরো তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে
ht t p: / / www. adb. or g/ si t e/ saf eguar ds/ saf eguar d- cat egor i es- এই ওয়েসাইটটি দেখুন

পরিবেশগত	খ
অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন	ক
আদিবাসী জনগোষ্ঠী	গ

■ পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়সমূহের সার- সংক্ষেপ

পরিবেশগত দিকসমূহ

পরিবেশের জন্য এই প্রকল্পটি 'বি' ক্যাটাগরির অন্তর্ভূক্ত। এডিবির সুরক্ষা নীতিমালা (এসপিএস, ২০০৯) ও সরকারি আইনঅনুযায়ী সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে ডিএনআইয়ের জন্য একটি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোসহ নতুন ডব্লিউটিপির জন্য একটি - - পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিষয়ে এই দু'টি প্রাথমিক পরিবেশ বিষয়ক পরীক্ষা (অইইই) প্রস্তুত করা হয়। দলিলগুলো এডিবির ওয়েসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলো প্রকল্প কমিউনিটিকে জানানো হয়। বিস্তারিত নকশা প্রস্তুতির সময় ইএমপিসহ আইইইগুলো পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য এডিবির কাছে পাঠানো হবে। আইইই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে এতে কোনো পরিবেশের উপর কোনো উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না এবং কোনো প্রভাব পড়লে তা ইএমপিতে বর্ণিত পন্থার মাধ্যমে সমাধান করা যাবে। ঢাকা ওয়াসা পয়োনিষ্কাশনের জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছে। এতে দুটি ময়লা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (wast ewat er management pr oj ect s) রয়েছে যা প্রকল্পের ক্রমবর্ধমান পানি সরবরাহের ফলে সৃষ্ট প্রভাব কমাবে। এডিবি, এএফডি, ইআইবি ও সরকারের সকল নিয়ম- নির্দেশনার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে আইইই একটি দলিলকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং অর্থায়নের উৎস যা- ই হোক, এটি একটি একক প্রক্রিয়া হিসেবে বাস্তবায়িত হবে। পরিবেশগত প্রভাব মোকাবেলার জন্য পিএমইউ'র যাতে পর্যাপ্ত দক্ষতা থাকে পরামর্শক সেবা তা নিশ্চিত করবে। এডিবিতে অর্ধ- বার্ষিক ভিত্তিতে পরিবেশ বিষয়ক প্রতিবেদন দেয়া হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়টা জুড়েই আলোচনা ও গণ অংশগ্রহণ চলবে, এবং পরিবেশ বিষয়ক কোনো অভিযোগ থাকলে তা প্রকল্পের জন্য তৈরি করা অভিযোগ প্রতিবিধান পদ্ধতির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে।

অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন

অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন ক্যাটাগরিতে এই প্রকল্পটি 'এ' ক্যাটাগরির অন্তর্ভূক্ত। ফলাফল ১ সম্পর্কিত কাজের জন্য মোট ১৯২, ৪ একর বেসরকারি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণ করা হবে এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনয়নের জন্য কাঠামো ও অপরিশোধিত ও অপরিশোধিত পানির ৩৪.৫ কিলোমিটার লাইন নির্মাণের জন্য আরো ১১৮.৩ একর সরকারি জমির প্রয়োজন হবে। প্রস্তাবিত পানি পরিশোধন প্লান্টটির জন্য ঢাকা ওয়াসার জমি ব্যবহার করা হবে। ঢাকা ওয়াসা ১৯৮৫ সালে স্থানীয় ভূমি মালিকদের কাছ থেকে এসব জমি অধিগ্রহণ করে। এই জমিগুলো এখনও চাষাবাদের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের ফলে মোট ৩, ৪৫১টি বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মোট ১,৩৯০টি বসতবাড়িতে হয় উচ্ছেদ নতুবা শতকরা ১০ ভাগেরও বেশি আর্থিক সম্পদ হারানোর মতো বড় ধরনের ক্ষতির প্রভাব পড়বে। এছাড়া, ১,৬০০ কৃষিনির্ভর শ্রমিক সাময়িকভাবে তাদের কাজ হারাতে পারে। ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের প্রভাব লাঘব করতে একটি খসড়া পুনর্বাসন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও সুফল এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জীবিকা ও প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে প্রকল্পের প্রভাব আলোচনার জন্য বিষয়ে আটটি গণ- পরামর্শ ও বেশ কয়েকটি ছোট ফোকাস গ্রুপ আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাস্তবায়নের সময়টা জুড়ে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অর্থবহ আলোচনা চলবে। পুনর্বাসন পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়নে ঢাকা ওয়াসাকে সাহায্য করা এবং প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটি ও বসতবাড়িসমূহের জন্য উন্নয়ন, জীবিকা ও উপার্জন পুনরুদ্ধার কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনে অভিজ্ঞতা আছে এমন দক্ষ ও নামকরা বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) নিয়োগ করা হবে। পুনর্বাসন কর্মকাণ্ড নজরদারি ও মূল্যায়নের জন্য ঢাকা ওয়াসা একটি বহি:স্থ নজরদারি সংস্থা নিয়োগ দেবে। নির্মাণকাজের সময় রাস্তার পাশের দোকানদার ও হকারদের উপর সম্ভাব্য সাময়িক প্রভাব লাঘব করতে আউটপুট ২- এর জন্য একটি পৃথক পুনর্বাসন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এর জন্য কোনো ভূমি অধিগ্রহণ করতে হবে না। পুনর্বাসন পরিকল্পনা হালনাগাদ ও বাস্তবায়নে ঢাকা ওয়াসাকে সাহায্য করতে একটি পৃথক বেসরকারি সংস্থা ও এমএসসি নিয়োগ করা হবে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী

সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের সময় প্রকল্প এলাকায় কোনো সংখ্যালঘু আদিবাসী বসবাসের বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়নি বলে এই প্রকল্পটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের দিক থেকে 'গ' শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।

■ অংশীদারগণের যোগাযোগ, অংশগ্রহণ ও আলোচনা

প্রকল্প নকশাকালীন

প্রকল্পটি নিম্ন আয়ের মানুষদের পানি ব্যবহারের সুযোগ দেবে এবং আলোচনা, পুনর্বাসন কাজ, সামাজিক যোগাযোগের জন্য জায়গা নির্ধারণ, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে জ্ঞান এবং সমাজভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) তৈরিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। একটি জেণ্ডার কর্মপরিকল্পনা (জিএপি) এবং আলোচনা ও অংশগ্রহণ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। পানির বিদ্যমান অবৈধ সংযোগগুলোকে বৈধ করা ও নতুন সংযোগ প্রদানকে গতিশীল করতে নিম্ন আয়ের এলাকাগুলোতে সমাজভিত্তিক সংগঠন গঠন ও জোরদার করা হবে। নারী ও দরিদ্রসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী- পেশার মানুষকে অন্তর্ভূক্ত করতে বেসরকারি সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করা হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন

পুনর্বাসন ও জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও নজরদারির জন্য এনজিওদের ভূমিকা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নিম্ন আয়ের এলাকাগুলোতে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও সংঘবদ্ধকরণ। দরিদ্র জনগণ ও নারীসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের অংশগ্রহণ বাড়াতে সামাজিক সংগঠনগলোকে সংগঠিত করা, প্রশিক্ষণ প্রদান, তথ্য প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধিসহ পুনর্বাসন ও জেন্ডার কর্মপরিকল্পনার স্বচ্ছন্দ বাস্তবায়নের জন্য এনজিওগুলোকে সম্পৃক্ত করা হবে।

■ বর্ণনা

এই প্রকল্প মেঘনা নদীতে একটি জল ভরার স্থান নির্মাণ, একটি অপরিশোধিত পানি সরবরাহ পাইপলাইন, গন্ধর্বপুরে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন লিটার পরিশোধনক্ষম একটি পানি পরিশোধন প্লান্ট (ডব্লিউটিপি), বিদ্যমান পানি সরবরাহের নেটওয়ার্কে পরিশোধিত পানি সরবরাহের জন্য একটি পাইপলাইন এবং বণ্টন জোরদারকরণসহ পানি সরবরাহ বাড়াতে ভূমির উপরিভাগে পানি সরবরাহের জন্য একটি নতুন পরিকল্প তৈরির মাধ্যমে ঢাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনাকে আরো নির্ভরযোগ্য ও উন্নত করবে। আয়বিহীন পানির (এনআরডব্লিউ) ব্যবহার কমাতে বিতরণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের বিষয়টি এই প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা হবে এবং এটি নিম্ন আয়ের এলাকাগুলোতে সহায়তা প্রদানসহ পানি সরবরাহ সেবার উন্নয়ন ঘটাবে।

■ প্রকল্পের যৌক্তিকতা ও দেশ/ আঞ্চলিক কৌশলের সঙ্গে এর সম্পর্ক

পানি নিরাপত্তা। সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে সারাদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পূর্ণ পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য ঠিক করেছে। তবে নগর এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় গড় হারের চেয়ে অনেক বেশি হওয়ায় এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও তা ধরে রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা) তার প্রায় ৪০০ বর্গকিলোমিটার সেবার আওতাধীন এলাকায় ১০.৭ মিলিয়ন মানুষের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ মানুষকে পানি সরবরাহ করে। কিন্তু ক্রমাগত চেষ্টা সত্ত্বেও ঢাকা ওয়াসা তার এলাকাধীন মানুষকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ও মান সম্পন্ন পানি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি সেবার আওতাধীন এলাকার পরিধি ২০২০ সালের মধ্যে ৫০০ বর্গকিলোমিটার এবং আনুমানিক জনসংখ্যা ২৯ মিলিয়ন ধরে ২০৩৫ সালের মধ্যে ৬০০ বর্গকিলোমিটারে উন্নীত করার পরিকল্পনা করেছে। দীর্ঘমেয়াদী পানি নিরাপত্ত নিশ্চিত করার পাশাপাশি পানি সরবরাহের মাত্রা বৃদ্ধি করতে হলে বড় ধরনের বিনিয়োগের প্রয়োজন। পরিবেশগতভাবে টেকসই করা। পানি সরবরাহের জন্য ঢাকা

ওয়াসা ভূমির অভ্যন্তরস্থ পানির উপর খুবই বেশি নির্ভর করছে। কিন্তু বর্তমান ধারায় পানি উত্তোলন একেবারেই কোনো টেকসই পন্থায় পড়ে না। ভূমির অভ্যন্তরস্থ পানির উৎসগুলো দ্রুত শূন্য হয়ে যাচ্ছে এবং পানির টেবিল প্রতি বছর ২৩ মিটার নিচে নেমে যাচ্ছে। এর ফলে গভীর নলকূপগুলোর আয়ুষ্কাল কমে যাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে প্রতি বছর ৪০৬০টি নলকূপ ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার, যা কিনা ২০১২ সালে প্রতিদিন ছিল ১,৯০০ মিলিয়ন লিটার (এমএলডি) , তা থেকে কমিয়ে ২০২০ সালের মধ্যে ১,৩৬০ এমএলডি করতে হবে, এবং ২০২৫ সালে জনসংখ্যা আরো বেড়ে গেলে যখন আরো বিস্তৃত জায়গা জুড়ে সার্বিক পানি সরবরাহ বাড়ানোর প্রয়োজন হবে তখন ১, ২৬০ এমএলডিতে নামিয়ে আনতে হবে। ভুমির উপরিভাগের বিদ্যমান পানির মূল উৎসগুলো দ্রুত দূষিত হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ঢাকা ওয়াসার সরবরাহ করা ২,৪০০ এমএলডি পানির মধ্যে ৪৫০ এমএলডি- ই আসে সায়েদাবাদ পানি পরিশোধন কেন্দ্র থেকে, যেটি নিকটস্থ শীতলক্ষ্যা নদী থেকে পানি আহরণ করে। নদীতে কল- কালখানা থেকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ময়লা পানি নির্গত হওয়ার ফলে শুষ্ক মওসুমে বিশেষ করে অ্যামোনিয়ার উচ্চমাত্রার উপস্থিতির জন্য পানির মান দ্রুত নেমে যাচ্ছে। একটি পরিশোধনপূর্ব ইউনিট যে মাত্রার অ্যামোনিয়াকে পরিষ্কার সন্তোষজনকভাবে করতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রার অ্যামোনিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যার ফলে পানি পরিশোধন প্লান্টগুলোর টেকসই পরিচালনা ঝুঁকির মুখে পড়ছে। এজন্য দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন লক্ষ্যাত্রা অর্জন করতে হলে ঢাকা ওয়াসার পর্যাপ্ত পরিমাণ ও টেসকই পানির উৎস খুঁজে বের করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মেঘনা নদীর পানির মান ভাল এবং শুকনো মওসুমেও বেশ ভাল পরিমাণে পানি থাকে, তাই এটি ঢাকার জন্য পানি সরবরাহের একটি নতুন উৎস হবে।

■ উন্নয়ন প্রভাব

ঢাকায় পানি ব্যবহারের উন্নত সুযোগ ও টেকসই পানি সরবরাহ সেবা।

■ প্রকল্পের ফলাফল

ফলাফলের বিবরণ	ফলাফলের ভিত্তিতে অগ্রগতি
ঢাকায় আরো নির্ভরযোগ্য ও উন্নত পানি সরবরাহ সেবা	–

■ ফলাফল ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রকল্পের ফলাফলের বিবরণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতির অবস্থা (ফলাফল, কার্যক্রম ও ইস্যুসমূহ)
১. ভুমির উপরিভাগে নতুন পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সৃষ্টি। ২. বণ্টন ব্যবস্থা জোরদার। ৩. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান।	–
উন্নয়ন লক্ষ্য সমূহের অবস্থা	**প্রাসঙ্গিক পরিবর্তনসমূহ**
–	–

ব্যবসায়িক সুযোগসমূহ

প্রথম তালিকাভূক্তির তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১২

পরামর্শক সেবাসমূহ

এডিবির 'পরামর্শক ব্যবহারের নির্দেশিকা' (২০১৩, বিভিন্ন সময়ে হালনাগাদ করা) অনুসারে পরামর্শক সেবা নেওয়া হবে। গন্ধর্বপুর পানি শোধনাগার কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট কাজের (পানির প্রবেশপথ থেকে অন্ত:ক্ষেপণ এলাকা ও বণ্টন জোরদার) জন্য ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধান বিষয়ক পরামর্শক এবং ব্যবস্থাপনা ও ৬ নং জোনে ডিএনআই'র জন্য তত্ত্বাবধান বিষয়ে পরামর্শক নিয়োগ করা হবে। (১) পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাহায্য করা, (২) ৬ নং জোনে পানি সংরক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করা, এবং (৩) ৬ নং জোনের নিম্ন আয়ের মানুষদের পানি ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে সহায়তার জন্য এনজিওদের প্রায় ৫৯১ ব্যক্তি- মাস (person- months) (যে কোনো দেশের নাগরিক) দেওয়া হবে। বিভিন্ন প্রকল্প এলাকায় পুনর্বাসন কাজ বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য এনজিওদের তিনটি টিমকে নিয়োগ দেয়া হবে। মান ও ব্যয়- ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি (কিউসিবিএস) ব্যভহার করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও এনজিওদের নিয়োগ দেওয়া হবে। দু'টি পরামর্শক প্যাকেজ ও তিনটি এনজিও প্যাকেজের মধ্যে একটি পরামর্শক প্যাকেজ ও দু'টি এনজিও প্যাকেজের জন্য স্বীকৃত মানদণ্ড ও ব্যয়ের ৮০:২০ অনুপাত ব্যবহার করা হবে। অন্যদিকে, প্রবেশপথ, পানি শোধনাগার ও অপরিশোধিত পানি সরবরাহ লাইন নির্মাণ সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য একটি বড় পরিমর্শক প্যাকেজ ও একটি বড় এনজিও প্যাকেজের জন্য ৯০:১০ অনুপাত ব্যবহার করা হবে।

ক্রয়

সব ধরনের মালামাল ও কাজকর্মের বিষয়ে ক্রয় প্রক্রিয়াগুলো এডিবির 'ক্রয় নির্দেশিকা' (২০১৩, বিভিন্ন সময়ে হালনাগাদ করা) অনুসরণ করে করা হবে। জাতীয় প্রতিযোগিতামূলক নিলাম সরকার ও এডিবির মধ্যে হওয়া চুক্তি অনুসারে ক্রয় পরিকল্পনায় উল্লিখিত সংশোধন ও ব্যাখ্যাসহ সরকারের 'গণ ক্রয় আইন, ২০০৬' ও 'গণ ক্রয় বিধিমালা, ২০০৮' অনুসারে হবে। আলাদা আলাদা ক্রয় প্যাকেজগুলো অর্থায়নের জন্য যেহেতু এশীয় উন্নয়ন তহবিল ও অন্যান্য অর্থায়নের যৌথ উৎসগুলো ব্যবহৃত হবে, তাই শুধু যৌথ অর্থায়নের ক্ষেত্রেই সার্বজনীন ক্রয় নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। এডিবির এককভাবে অর্থায়ন করা অন্যান্য ক্রয় প্যাকেজগুলোর ক্ষেত্রে এডিবি সদস্য দেশের জন্য ক্রয় উপযোগিতা বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবে।

ক্রয় ওপরামর্শক বিজ্ঞপ্তিসমূহ

http://www.adb.org/projects/42173-013/business-opportunities

সময়সূচি

ধারণাপত্রের ছাড়	২১ ফেব্রুয়ারি ২০১২
তথ্য- উপাত্ত	১৯ জুন ২০১৩ থেকে ১ জুলাই ২০১৩
ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা সভা	৬ আগস্ট ২০১৩
অনুমোদন	২২ অক্টোবর ২০১৩
সর্বশেষ পর্যালোচনা উদ্যোগ	–

■ মাইলফলক

অনুমোদনসংখ্যা	অনুমোদন	সাক্ষর	কার্যকারিতা	সমাপ্তি		
				মৌলিক	সংশোধিত	প্রকৃত
–	–	–	–	–	–	–

■ ব্যবহার

তারিখ	অনুমোদন সংখ্যা	এডিবি (মার্কিন ডলার হাজারে)	অন্যান্য (মার্কিন ডলার হাজারে)	নীট শতকরা হার
ক্রমবর্ধমান চুক্তি স্বাক্ষর				
–	–	–	–	–
ক্রমবর্ধমান ছাড়				
–	–	–	–	–

■ প্রচলিত চুক্তি সমূহের অবস্থা

প্রচলিত চুক্তিগুলোকে নিচের শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় –নিরীক্ষিত হিসাবসমূহ, রক্ষাকবচসমূহ, সামাজিক, খাত, আর্থিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য। চুক্তির সাযুজ্যতা নিম্নলিখিত মানদণ্ড প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রেণীবিভাজন দ্বারা স্থিরীকৃত: ক) সন্তোষজনক; এই শ্রেণিতে সকল প্রচলিত চুক্তি সর্বোচ্চ একটি ব্যতিক্রম সমর্থনের মাধ্যমে সাযুজ্য, খ) আংশিক সন্তোষজনক; এই শ্রেণিতে সর্বোচ্চ দুইটি চুক্তি সাযুজ্যপূর্ণ নয়, গ) অসন্তোষজনক; এই শ্রেণিতে তিনটি বা ততোধিক সাযুজ্যপূর্ণ নয়। ২০১১ সালের জনযোগাযোগ নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্পের আর্থিক বিবরণীর জন্য চুক্তির কমপ্লায়েন্স রেটিং শুধু সেসব প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলোর সমঝোতার জন্য আমন্ত্রণ প্রস্তাব ২০১২ সালের ২ এপ্রিলের পরে জমা পড়েছে।

অনুমোদন সংখ্যা	শ্রেণীবিভাজন						
	খাত	সামাজিক	আর্থিক	অর্থনৈতিক	অন্যান্য	সুরক্ষাকবচ	প্রকল্পের আর্থিক বিবরণী
ঋণ ৩০৫১							

■ যোগাযোগ ও হালনাগাদের বিবরণী

এডিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	নোরিও সাইতো (nsai t o@adb. or g)
এডিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ	দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ
এডিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিভিশন	নগর উন্নয়ন ও পানি বিভাগ, এসএআরডি
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ*

লিঙ্কসমূহ

প্রকল্প ওয়েবসাইট	http://www.adb.org/projects/42173-013/main
প্রকল্প উপাত্তসমূহের তালিকা	http://www.adb.org/projects/42173-013/documents